দৈনিক সংবাদ

তারিখ 21 MAR 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 3

022

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

৩১ জনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশের জবাব দেয়া হয়েছে

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৯শে মার্চ।--চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩১ জন ছাত্র-নেতার বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের দেয়া কারণ দর্শাও নোটিশের প্রায় সব ক'টির জবাব ইতিমধ্যে দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ আবুল কালাম আজাদ গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী ৩১ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করেন। নোটিশে গত ১লা ফেব্রুয়ারী উপাচার্যের বহদ্দার-হাটস্থ বাসভবনে হামলা, ভাংচুর, ক্ষতিসাধন, বোমাবাজি এবং শিক্ষকদের গালাগাল করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডি-কেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না তার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ে বক্তব্য পাওয়া না গেলে আনীত অভিযোগ সত্য বলে ধরে নেয়া হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা নোটিশে উল্লেখ করা হয়। যে ৩১ জন ছাত্রনেতার বিরুদ্ধে এই নোটিশ জারি করা হয় তারা হলেন ছাত্র ইউ-নিয়নের একরাম হোসেন, আবদুল আলীম, অমূল্য বিকাশ, খোকন, নাজমুল করিম, অপূর্ব চরণ দাশ, মুয়াজ্জেম হোসেন, বাদল; ছাত্র লীগের (সু-র) অভিজিৎ ধর বাপ্পী প্রমুখ।

১লা ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে ১০টি ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য জানিয়েছে, গত ১লা ফেব্রু-য়ারী ছাত্রছাত্রীদের মূল্যবান শিক্ষা জীবনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া; বিশ্ব-বিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ চলমান সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও অচলাবস্থার অবসানকল্পে ক্যাম্পাসে সংঘ-টিত বিভিন্ন সন্ত্রাসের নায়কদের বহিষ্কার, জ্ঞান বিকাশ ও শিক্ষার পাঠোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে সকল ছাত্র-সংগঠনের সম-প্রতিনিধি ও বিভিন্ন পরিষদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের দাবীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সংগ্রামী ছাত্র ঐক্যের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যা-লয়ের উপাচার্যের শহরস্থ বাস-ভবনে দেখা করতে যায় এবং শান্তিপূর্ণ অবস্থান করে।

তারা জানায়, মহলবিশেষের প্ররোচনায় কর্তৃপক্ষ এই শান্তি-পূর্ণ অবস্থানকে এমন সব মিথ্যা-ভাষণে বিভূষিত করেছেন, যা কোনভাবেই এ সমাবেশের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া এই অবস্থানকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ এমন কিছু ছাত্রের ওপর কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করা হয়েছে, যাদের অনেকেই বিশ্ব-বিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে বাড়ীতে ছিলেন কিংবা রোগা-ক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁরা এই নোটিশ প্রদানকে হয়রানিমূলক বলে অভিযোগ করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একটি সূত্র জানায়, '৮৬র ২৬শে নভেম্বরের সহিংস ঘটনায় অভি-যুক্ত শিবির নেতাদের কয়েক-জনকে সিণ্ডিকেট বহিষ্কৃত ঘোষণা করার প্রতিশোধ হিসেবেই এবং মহলবিশেষকে খুশী করার জন্যই এই ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এদিকে ৩১ জনের প্রায় সকলেই জবাব দিয়েছেন বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী

৩১জন ছাত্রের বিরুদ্ধে কারণ দর্শাও নোটিশ জারিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে চট্টগ্রামের ৫২ জন আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে অবিলম্বে এই নোটিশ প্রত্যাহার করে সর্ব-স্তরের গণ-প্রতিনিধি সমন্বয়ে শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ গঠনের দাবী জানানো হয়। বিবৃতিতে সই করেছেন এডভোকেট রানা দাশগুপ্ত, কাজী গোলাম সারোয়ার ইব্রাহীম হোসেন চৌধুরী, জাফর আহমদ মোস্তফা; বিধান কানুনগো বিভূপ্রসাদ বিশ্বাস, যদু চৌধুরী প্রমুখ।